গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-১০
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১১
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১২
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৩
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৪-১৬
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭-১৮
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২০
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২১

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিকবছরসমূহের (৩বছর) প্রধানঅর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সাতক্ষীলা জেলা কর্তৃক বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৬৩ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭% এ উন্নীত হয়েছে। বিগত ৩(তিন) অথর্বছরে সাতক্ষীরা জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায়১০৪১১টি গভীর নলকুপ /পানির উৎস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫০টি Wash Block, ১১ টি উৎপাদক নলকূপ, ২টি পানি শোধনাগার, ২টি উচ্চ জলাধার নির্মাণ, ৬১ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যসের পাইপ লাইন স্থাপন, ৭২টি পুকুর পুন:খনন, ৪৩টি ডি-স্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সাতক্ষীরা জেলাটি উপকুলীয় এলাকা বিধায়পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ।এ জেলার বৃহৎ অংশ নদীগর্ভে বিলীন হওয়া দিন দিন ভাসমান লোকের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় । তাছাড়া এ অঞ্চলে প্রতি বছর ঘূর্নিঝড় এর আঘাতে ব্যপাক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলে জনগন সূপেয় পানি প্রাপ্তি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা হতে বঞ্চিত হয়। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দকরন। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজ সংজ্ঞায়িতকরণ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষন।পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/সমস্যা হল এই খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাতক্ষীরা জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি৫০ জনেরজন্যএকটিপানিরউৎসস্থাপন,ভূ-পৃষ্ঠস্থপানিরযথাযথব্যবহারএবংসংরক্ষন,পুকুরখননেরমাধ্যমেভূ-পৃষ্ঠেরপানিব্যবহারবৃদ্ধিকরণ, জেলারপ্রতিটিইউনিয়নেপাইপডওয়াটারসাপ্লাইসিস্টেমস্থাপন।স্বাস্থ্যসম্মতউন্নতমানেরল্যাট্রিনেরকভারেজবৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদসুপেয়পানিসরবরাহেরকভারেজশতভাগেউন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরেরসম্ভাব্যপ্রধানঅর্জনসমূহ

- পল্লী ও পৌরএলাকায় বিভিন্নধরনেরপানিরউৎসস্থাপন-৫০০০টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে WASH Block নির্মাণ-৩০০ টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন-৩০০টি
- সোলার পিএসএফ স্থাপন-৩০টি
- পাবলিক টয়লেট/ কমিউনিটি টয়লেট-৩৫টি
- পানির গুণগতমাননিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা–৫০০০টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩সালেরজুন মাসের ২৫তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: